ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৫৯৩
আগরতলা, ১৫জুলাই, ২০২৬

নাবার্ডের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন
গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি ও জনজাতি কল্যাণে একাধিক প্রকল্পের ভার্চুয়াল সূচনা

জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (নাবার্ড)-এর ত্রিপুরা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ আগরতলার হোটেল পোলো টাওয়ারে নাবার্ডের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি উন্নয়ন এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করা হয়। নাবার্ডের 'ইউনিট কস্ট বুকলেট'-ও প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. গোয়েল, সমবায় দপ্তরের সচিব তাপস রায় এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার সুরেন্দ্র নিদার।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 'উনকোটি গ্রাম বিহার প্রকল্প' এবং 'মালবাসা গ্রামীণ হাট প্রকল্প'-সহ একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করা হয়। পাশাপাশি ধলাই জেলার আমবাসা ও লংতরাই ভ্যালি, দক্ষিণ ত্রিপুরার দেবীপুর, গোমতী জেলার অমরপুরে জনজাতি কল্যাণমূলক 'ট্রাইবস' প্রকল্প চালু করা হয়। গ্রামীণ বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে কর্ম এফপিও, কমন ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার এবং মুভেবল কার্ট প্রকল্পেরও উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে দেও ভ্যালি এফপিও-কে মেয়াদি ঋণ ও ক্যাশ ক্রেডিট সুবিধার আওতায় ১০ লক্ষ টাকার একটি চেক তুলে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক নারী কৃষক বর্ষ উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সফল মহিলা কৃষকদের অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব বলেন, ত্রিপুরার সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরি। গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নাবার্ডের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি, আর্থিক সহায়তা এবং বাজার সংযোগের মাধ্যমে কৃষকদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নেও নাবার্ডের ভূমিকা প্রশংসনীয়। রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নাবার্ড এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অবদান উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ধারাবাহিকভাবে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। একইসঙ্গে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডিজিটাল পরিষেবা ও সামগ্রিক কার্যক্রমেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

তিনি, কৃষক ও ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশনগুলির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কৃষিকে শুধুমাত্র জীবিকা নির্ভর হিসাবে দেখলে চলবে না, একটি লাভজনক উদ্যোগ বা এন্টারপ্রাইজ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভরতা অর্জন সম্ভব। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জেলার মহিলা কৃষকগণ তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক, ব্যাঙ্ক'র প্রতিনিধি, কৃষক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

*****